এই সময়
স ং বা দ প ত্র

ক থা স রি ৎ

ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা,
এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণার পরে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন পাঁচ দফা সংস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। লক্ষ্য, লকডাউনের কারণে যে আশু আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে, তা কাটানো এবং ভারতকে আরও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি হিসেবে সামনে নিয়ে আসার জন্য কাঠামোগত সংস্কার। দু'টি পদক্ষেপই গুরুত্বপূর্ণ এবং সার্বিক ভাবে স্বাগত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের মূল্যায়ন যথার্থ কি না এবং যে সংস্কারগুলির কথা বলা হয়েছে, তা এত দিন ধরে পিছিয়ে থাকা সংস্কারের কাজটির ক্ষতি পূরণ করতে পারবে কি না।

গোটা বিশ্বের মতোই অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ভারতও মুদ্রানীতি সংক্রান্ত এবং কর-সংক্রান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতটা জরুরি। ভারতের অর্থনীতি গত তিন বছর ধরে তার গতি হারিয়েছে, আর আর্থিক ক্ষেত্রটি একের পর এক সংকটে পড়েছে। এই অবস্থায় সংকট কাটানোর জন্য আর্থিক ক্ষেত্রের উপর প্যাকেজটির নির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেই কারণেই সরাসরি অর্থ হস্তান্তরের উপর সরকারের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে যেমন রাজস্ব একেবারেই নেই, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেও অনেক সময় লাগবে, বাঁচতে হলে সংস্কার থেকেই তাদের উপকৃত হতে হবে। একই কথা দেশের দরিদ্রতম নাগরিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বেসরকারি ক্ষেত্রে খরচ কমলে, সরকারের বর্ধিত খরচই চাহিদা তৈরি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিই চাহিদা বাড়ানোয় ভূমিকা নিতে পারে। এই বছর শর্ত সাপেক্ষে তাদের ঋণের সীমা রাজ্যের মোট আয়ের ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু দরিদ্রতর রাজ্যগুলি যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় উচ্চমাত্রায় সুদের হারের সম্মুখীন হবে, সেহেতু আরও ভালো বিকল্প হতে পারত সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলিতে রাজ্যের অনুদান কমানো। সীতারমনও বলেছেন, অতিমারীর সঙ্গে লড়ার ক্ষেত্রে সম্মুখসমরে রাজ্যগুলিই। অর্থমন্ত্রীর প্যাকেজে যে বাকি কাঠামোগত সংস্কারগুলির কথা বলা রয়েছে, তার মধ্যে একটি হল 'দিল মাঙ্গে মোর'। যেমন কৃষিকে বাঁচাতে, 'অত্যাবশ্যক-পণ্য আইন' পরিকল্পনা মতো সংশোধন না করে বাতিল করা উচিত। এবং অবশ্যই সংকট কাটাতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

শিক্ষা

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে বহুযুগ পরে গৃহবন্দি পর্যটনপ্রেমী বাঙালি। বেড়াচ্ছে সে কেবল আধুনিক যানবাহন, স্বাস্থ্যসম্মত থাকা-খাওয়া, পথঘাটের নিরাপত্তা, পানীয় জলের সুবিধে যখন থেকে সহজলভ্য হয়েছে, তখন থেকে নয়। তবে ব্যাপারটির কিছু গোলমেলে দিকও আছে। পায়ে হেঁটে দেশ দেখার সাধ ছিল যাদের, তাঁরা বেশিরভাগ সময়ই বন্যপ্রাণীদের উত্ত্যক্ত করা, রাতের বেলায় গভীর জঙ্গলে মাইক বাজিয়ে বিজাতীয় উল্লাসে মেতে ওঠা, বা আঞ্চলিক খাদ্যবস্তুর স্বাদগ্রহণের নামে জীবজগতের সমস্ত হেঁটে, সাঁতরে বা উড়ে বেড়ানো প্রাণিদের খেয়ে

স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় যত বেশি মাত্রায় সরকারি খরচ বাড়ানো যায় সে দিকে অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া উচিত

বড়লোকের ঋণ মকুব ও মধ্যবিত্তের কৃচ্ছ্রসাধন

বুলেট ট্রেন ক'বছর পরে হতে পারত না? পুরনো সব স্থাপত্য কি সরকারের কাছে ফালতু? জনবাদী রাজনীতি করতে হলে মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষাও জরুরি। লিখছেন

মইদুল ইসলাম

চ্যাড ক্রো

কোভিড-১৯ মোকাবিলা করার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র ও অর্থনীতির বিশেষজ্ঞের নানা মত। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার ডিএ বন্ধ করে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংসদে বিরোধী দলের নেতৃত্ব প্রতিবাদ জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনারদের ডিএ স্থগিত রাখার ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্ব বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত 'অসংবেদনশীল' ও 'অমানবিক', কারণ ওই সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সরকারি কর্মী, পেনশনার ও সামরিক জওয়ানরা। তা ছাড়া ওই সিদ্ধান্ত মধ্যবিত্তকে সরাসরি আঘাত করছে। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রের বুলেট ট্রেন ও কেন্দ্রীয় সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প বন্ধ রেখে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেই টাকা যেন খরচ করা হয়। দিল্লিতে নতুন সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন, নতুন দপ্তর, সরকারি দপ্তর তৈরির জন্য অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বা ১.১০ লক্ষ কোটি টাকার বুলেট ট্রেনের প্রকল্প বাতিল করার কথা বলছেন তাঁরা।

বুলেট ট্রেন কয়েক বছর পরে হতে পারত না? প্রযুক্তির বিপক্ষে না গিয়েও বলা যায় যে, কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর পুরনো সব স্থাপত্য কি সরকারের কাছে ফালতু? তা হলে দিল্লিতে নতুন সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন, নতুন দপ্তর, সরকারি দপ্তর ইত্যাদি পুরনো স্থাপত্যকে মেরামত করার তাগিদ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেই কেন? আরব শেখদের সঙ্গে আমরা ব্যবসা করব, মার্কিনি এবং বিলেতিদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়িক গাঁটছড়া বাঁধব, কিন্তু তাঁরা যেমন পুরনো স্থাপত্যকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সে ব্যাপারে আমরা কোনও শিক্ষা নেব না? আজকাল অবশ্য পুরনো প্রবাদগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় শোনা যেত 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'। ঘোড়ার গাড়িতে লোকে আর চড়ে না। ভিক্টোরিয়ার সামনে গড়ের মাঠের চক্কর কাটা বা নিদেনপক্ষে বিয়ের মরশুমে কিছু লোক দেখানো রেওয়াজ ছাড়া তার বিশেষ উপযোগিতা নেই। একবিংশ শতাব্দীতে এখন আর জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না যে 'লেখা-পড়া করে যে ওলা-উবের চড়ে সে'। কারণ লেখাপড়া না করেই এখন কুবেরের ধন পাওয়া যায়। জনধন করে গরিব মানুষকে বোকা বানিয়ে আর কী হবে?

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বয়ানের জন্য প্রয়োজন দ্রুত কাজ করার মানসিকতা। আর যার যা ধর্ম তা পালন করলেই সমাজের মঙ্গল। শিক্ষকের ধর্ম যদি মূলত পড়ানো এবং গবেষণা হয়, তা হলে তাকে তো মন দিয়ে তার ধর্ম পালন করতে

কালবেলা

#করোনাভাইরাস

হবে। ছাত্রের ধর্ম যদি লেখা-পড়া-শোনা হয়, তা হলে তাকে সেই ধর্মই পালন করতে হবে। তা হলে সরকারের ধর্ম কেন সরকারি কর্মী এবং অধ্যাপকদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে না? এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ধর্ম খালি পেটে হয় না। ডিএ বন্ধ করে দিলে বা সময়মতো বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাপকদের মাইনে না দিলে তারা কেউ খালি পেটে মারা যাবে না। কিন্তু তারা প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়, যা অন্যায়। মাইনে হল মাসের শেষে এককালীন মজুরি। পুঁজি এবং রাষ্ট্র যদি তাদের স্বার্থ দেখে তা হলে ডিএ এবং বেতন কমিশনের দাবি থেকে মাস্টাররা তাঁদের বৌদ্ধিক শ্রমের মূল্য যথা শিক্ষকদের স্বার্থ দেখবেন না কেন? করোনা মোকাবিলায় শিক্ষক-অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে তাঁদের বেতন বাড়াটি এমন কিছু টাকা নয় যে, তাঁরা সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখবেন। বহু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে বসে আছে বেশ কিছু ফড়ে ব্যবসায়ী। সম্প্রতি আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের ঋণ মকুব করেছে ৬৮,৬০৭ কোটি টাকা।

অনেকেই জানেন যে বিলেতে কিছু স্বনামধন্য অধ্যাপকদের ডন বলা হয়ে থাকে। আর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সর্বাধিনায়ককে ডন বলেই লোকে ডাকেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ে আজকাল আর খুব বিশেষ চর্চা হয় না। কারণ দিনকাল পাল্টেছে। পুরনো ভদ্রলোক ডনদের নিয়ে মাথা ঘামানো আর কী দরকার? এখন অপরাধ ও ব্যাঙ্ক চিটিংবাজি করার জন্য যে ডনদের রমরমা, তাদেরই মাফিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। ওই সব ডনদের তুলনায় আমাদের দেশের বহু গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপকরা অতি সাধারণ নাগরিক। তাঁরা শঠ ডনদের তুলনায় সৎ জীবনযাপন করে নিয়মিত কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স দেন।

সংবাদপত্রে মাফিয়া ডন ও ব্যাঙ্ক চিটিংবাজি করার রত্নগুলির কাহিনি পরিবেশিত হয়। আমাদের দেশের বহু কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের শিক্ষক-অধ্যাপকরা অত বড় রত্ন হতে পারলেন না। তাঁদের দোষ যে, তাঁরা কেবল শিক্ষিত নন, উচ্চশিক্ষিত। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে বহু বছর অধ্যাপনা ও গবেষণা করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার

> শিক্ষক-অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে তাঁদের বেতন বাড়াটি এমন কিছু টাকা নয় যে, তাঁরা সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখবেন। বহু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে বসে আছে বেশ কিছু ফড়ে ব্যবসায়ী। সম্প্রতি আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের ঋণ মকুব করেছে ৬৮,৬০৭ কোটি টাকা।

জন্য তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায় এবং একটি বিষয়ের উপর বহু বছর মনোনিবেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় আমলা বা কেন্দ্রীয় সরকারি বাবু (তা সে যে নামেই তাঁদের ডাকুন না কেন) নতুন পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন পাচ্ছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদানে চলা বহু গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপককুল এখনও নতুন পে কমিশনের সুপারিশ মতো বেতন পেলেন না। তাঁদের অপরাধ যে তাঁরা ঠিক 'বাবু' হতে পারেননি। নতুন পে কমিশন লাগু করা এবং যথারীতি ডিএ দিলে অধ্যাপকরা স্থানীয় অর্থনীতিতেই খরচ করতেন এবং তা বাজারে চাহিদা বাড়াতে কিছুটা সাহায্য করত। চাহিদা বাড়লে লোকেও কিছু কাজ পেত। সব মিলিয়ে স্তিমিত অর্থনীতিকে আবার আর্থিক বিকাশের পথ দেখানো যেত। উপরন্তু বেশি মাইনে পেলে সরকার তাঁদের থেকে কর আদায় করতে পারতেন। এই সহজ পন্থা না বেছে সরকার বুলেট ট্রেন বা কেন্দ্রীয় ভিস্তা কর্ম-পরিকল্পনায় খরচ করতে নাছোড়বান্দা।

এক বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ তাঁর 'স্মৃতিকণ্ডূয়ন' লিখতে গিয়ে বলেছেন 'কলেজে বিতর্কের অভিজ্ঞতা উত্তরজীবনে খুব কাজে এসেছে শুধু যে যত্রতত্র জনসমক্ষে বক্তৃতা করার ব্যাপারে আড়ষ্টতা কেটে গেছে তাই নয়, বেশির ভাগ বিষয়ে যে দু'পক্ষেরই কিছু বলার আছে, সে সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। তাতে বোধহয় মনের উদারতা ও স্বচ্ছতার বিকাশে কিছু লাভ হয়'। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে রাজনীতির 'অনেক বিষয়ে, যেখানে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মতদ্বৈধ চূড়ান্ত বা মতাদর্শের ঋজুতা প্রকট, (তাঁর) সেখানে দু'পক্ষেরই কিছু কিছু কথা সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় প্রায়শই। এর ফলে অনেক রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডার ব্যাপারে (তাঁর) মন একটা সন্ধি-সমন্বয়ের পথ খুঁজে বেড়ায়, চরম আদর্শের টগবগে উত্তেজনার চেয়ে নিতান্তই কবোষ্ণ বেরসিক মধ্যপন্থার দিকেই (তাঁর) ঝোঁক বেশি। এতে অবশ্য দু'পক্ষ থেকেই গাল শুনতে হয়, যা এতদিনে (তাঁর) গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমেরিকায় একটা প্রবচন আছে, রাস্তার মাঝখানে যদি গিয়ে দাঁড়াও, দু'দিক থেকেই গাড়ি এসে তোমায় চাপা দেবে নির্ঘাত' (প্রণব বর্ধন, স্মৃতিকণ্ডূয়ন, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৮)। তিনি বহু পণ্ডিত মানুষের অসাধারণ শিক্ষক। তাই তাঁর কথা ধার করেই বলতে হল। আমাদের দেশে গাড়ি বাম দিকে চলে। তার আরও বাম দিকে থাকে ফুটপাথ যেখানে মানুষ হাঁটে আর অনেক সময় ফুটপাথবাসী দোকানদার বা ভিক্ষুকের সঙ্গে দেখা হয়। জলি এলএলবি সিনেমায় আরশাদ ওয়ারসি বলেছিল যে, কারা এই পরিযায়ী ফুটব্যাসী যারা আমাদের শহর নোংরা করতে আসে আর তাদের উপরে মদ্যপ গাড়ি-বাবুরা চাকার তলায় পিষে মারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ডিএ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ও বহু গবেষণা কেন্দ্রে সপ্তম পে কমিশন চালু না করা একধরনের কৃচ্ছ্রসাধন নীতি। সরকারি কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের দেশে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আনতে পারে। আমেরিকা এবং ইউরোপে ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পর থেকে সরকারি কৃচ্ছ্রসাধনের নীতি বেকারত্ব ও আর্থিক অসাম্যকে আরও বাড়িয়েছে। তাদের অনুকরণ করলে দেশের অর্থনীতিতে গোলযোগ বেঁধে যেতে পারে। আপাতত অর্থনীতির গতিপথ অনেকটা ডানদিকে চলে গেছে। মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে অর্থনীতির দিকপথ বামদিকে ঘোরানো অবশ্য কর্তব্য। আর তা করতে হলে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় যত বেশি সরকারি খরচ বাড়ানো যায় তার দিকে মনোযোগ দেওয়া। তার সঙ্গে এই মুহূর্তে যেটা ভীষণ দরকার তা হল আর্থিক ভাবে দুর্বল বা ঋণগ্রস্ত রাজ্যগুলোকে বিভিন্ন ভাবে সরকারি সাহায্য করা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজ্যগুলোর অধিকার আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে মৌলিক দিক থেকে বাম ইস্যু। মুখে ইহতং মারিতং জগতের মতো কোঅপারেটিভ ফেডেরালিজমের বুলি আউড়াবেন আর কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের বেলায় রাজ্যগুলোর উপরে শুধু কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ববাদী হামলা হবে, এ কোন দেশের ন্যায়? ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ১২ মে ভাষণ দিয়ে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছেন, যেখানে মধ্যবিত্তর স্বার্থরক্ষা করার কথাও বলেছেন। মাননীয়া অর্থমন্ত্রী ২০ লক্ষ কোটি টাকার একটা হিসেব দিলেন ১৩ মে। কিন্তু মূল বিষয়টি হল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনেক টাকা জমে গেছে। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকার বন্ধকহীন ঋণ দিতে রাজি সরকার। অর্থাৎ ছোট ও মাঝারি সংস্থা ব্যবসা করুক, লোকে খাটুক এবং পয়সা উপার্জন করুন। সস্তা অনুদান কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন না। তা হলে বহু গবেষণাগারের অধ্যাপকরা কী দোষ করলেন? তারা তো অতি নগণ্য ও মাঝারি মাপের মানুষ। জনবাদী রাজনীতি করতে হলে তা হলে শুধু 'গরিব গরিব' বললেই হয় না। মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষাও করতে হয়। নাকি মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষা না করে জনবাদী রাজনীতি হবে?

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক